দৈনিক সংবাদ

১২/১১/২০০৩

পৃঃ ৬ কলাম ৪

গঙ্গাচড়ার চরাঞ্চলের ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

যেখানে শিক্ষকরা নিয়মিত আসেন না ।। শিক্ষার্থীরা জানে না জাতীয় সঙ্গীত কি, গাওয়াও হয় না

কারণ, সেদিন দেখা গেল সব ক্লাস্ মিলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ জন। পূজার বন্ধের পর ৩রা নভেম্বর বিদ্যালয় খুলেছে। আর ৪ঠা নভেম্বরের চিত্রই ছিল এরকমের। খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেল, বিদ্যালয়ে কোন পরিদর্শন বই নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য কোন হাজিরা খাতা নেই।

বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইউনুস আলীকে পাওয়া গেল। তিনি 'সংবাদ'কে বললেন, শিক্ষকরা আসেন না। প্রক্সি শিক্ষক দিয়েই পড়ালেখা চলছে। এ ব্যাপারে এটিও এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে বহুবার অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। অভিভাবক আবদুল মান্নান ও তজ্জাব উদ্দিন জানালেন, যারা প্রক্সি দিচ্ছেন, তারা নিজেরাও লেখাপড়া জানেন না, ছাত্রছাত্রীদের কি পড়াবেন? বার্ষিক পরীক্ষা কবে হবে, জানি না। এছাড়া প্রস্তুতিও নেই। অনেকেই বই পায়নি আর পড়াশোনাও হয়নি।

৪র্থ শ্রেণীতে গিয়ে দেখা গেল, আলেমা বেগম ও মারুফা বেগম নামে দুজন ছাত্রী বসে বসে গল্প করছে। তারা জাতীয় সঙ্গীত জানে না। প্রধান শিক্ষকের নাম বলতে পারল না। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কোনদিন শোনেনি বলেও জানাল। তৃতীয় শ্রেণীতে ৭ জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪ জন ছাত্রছাত্রীকে পাওয়া গেল। ৬ জন ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেল, তারা ছুটোছুটি করে খেলছিল। এই ছিল বাগডোহরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র।

কোলকোবদ ইউনিয়নের অধীন বিনবিনাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা একটু ভাল মনে হলো। অর্থাৎ এখানে প্রক্সি শিক্ষক পাওয়া গেল না। ১ জন শিক্ষককে পাঠদান করতে দেখা গেল। ৩ জন শিক্ষকের দুজন আসেননি। এ দৃশ্য ছিল ৪ঠা নভেম্বরের। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গড়ে ১ জন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। লেখাপড়া যে এখানে হয় না, তার আলামত দেখা গেল মাত্র ১৫/২০ জন ছাতছাত্রীর উপস্থিতির ব্যাপারটি থেকে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মারুফ জানালো, ক্লাস হয় না। স্কুলে আসা-যাওয়াই সার। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মাজেদা জানাল, বই পায়নি সে। বার্ষিক পরীক্ষার সময় ঠিক হয়নি। আমাদেরও কোন প্রস্তুতি নেই। অর্ধেক বইই পড়ানো হয়নি। প্রধান শিক্ষকের নাম একজন ছাত্রছাত্রীও জানাতে পারল না। '৯৩ সালে এলজিইডি স্কুল ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। তারও বেহাল অবস্থা। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। পরিদর্শন বই দেখে সেটা আঁচ করা গেল। এরপর দীর্ঘ দুবছরের ব্যবধানেও কোন কর্মকর্তা বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে আসেননি। তালেব আলী নামের যে শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত। তিনি তা জানেন না বলে জানালেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না, জাতীয় পতাকা নেই কেন, জানতে চাইলে তিনি কোনরকম উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

দুপুর ১টায় শংকরদাহ পুরাতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে কোন শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রী নেই। একটি বেঞ্চের ওপর ২টি ছাগল শুয়ে আছে। স্কুল বন্ধ।

দেড় হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান, যা তিন শিক্ষক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়ে থাকেন। এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিরও করুণ দশা। বেড়া নেই, বেঞ্চ নেই, চেয়ার- টেবিল শূন্য পড়ে আছে। পাকা ভবন ছিল। কিন্তু নদীতে বিলীন হয়ে গেছে বলে জানাল গ্রামবাসীরা।

বিদ্যালয়টিতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। জাতীয় পতাকা ছেঁড়া, চরম জীর্ণদশা। সেই অবস্থায় সারা বছর সেটিকে উড্ডীন রাখা হয়।

কোলকোন্দ ইউনিয়নের অধীন চরমুটুকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৪ঠা নভেম্বর দুপুর দেড়টায় গিয়ে দেখা গেল স্কুলটি বন্ধ। সুন্দর পাকা ভবন অথচ দরজায় তালা লাগানো। পূজার বন্ধের পর ২রা নভেম্বর এলাকার সমস্ত স্কুল খোলা হলেও এটি খোলেনি। কোন ছাত্রছাত্রীকে পাওয়া গেল না। পরে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবুল হোসেনের দেখা পাওয়া গেল। তিনি 'সংবাদ'কে জানালেন, সব স্কুল খোলা; কিন্তু আমাদের স্কুলে কোন শিক্ষক না আসায় স্কুল খোলা হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা এসে চলে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস আলী ছাড়াও দুজন সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। তারা সপ্তাহে ২/১ দিন স্কুলে আসলেও দুপুর পর্যন্ত থেকে চলে যান বলে গ্রামবাসীরা জানালেন। এ বিদ্যালয়ে কাগজকলমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আড়াইশ হলেও বাস্তবে রয়েছে মাত্র ৭০ থেকে ৮০ জন।

গত ৬ই নভেম্বর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অবাক বিস্ময়ে অভিযোগগুলো শুনে বললেন, আমি মাত্র দু'মাস হলো এখানে এসেছি। আমার বলার কিছু নেই। তবে ১৫ দিনের মধ্যে দেখবেন কি ব্যবস্থা নিই।

রংপুর ঃ গঙ্গাচড়া উপজেলার ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ দশা। শিক্ষকরা মাসে ২/১ বার আসেন। ক্লাস হয় না। (১) জাতীয় পতাকার করুণ দশা। ছিঁড়ে গেছে। তারপরও সেটিকে উত্তোলন করা হয়েছে; (২) শংকরদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরো করুণ। স্কুল বন্ধ। কোন ছাত্রছাত্রী নেই। বেঞ্চের উপরে ছাগল; (৩) বাগডোহরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকসহ ৩ জন শিক্ষক স্কুলে আসেন না। তারা প্রক্সি শিক্ষক নিয়োগ করে রেখেছেন। ছবিতে বাঁ থেকে প্রক্সি শিক্ষক মজিবর রহমান, মাঝখানে স্কুল কমিটির সভাপতি ইউনুছ আলী ও তার পাশে বদরউদ্দিন। পিতাপুত্র প্রক্সি দিয়ে মাসে এক হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন; (৪) চরমুটুকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৪ঠা নভেম্বরও স্কুল খোলেনি। তালাবদ্ধ। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল বন্ধ দেখে ফিরে যায় -সংবাদ